কনভারশন ডিসঅর্ডার

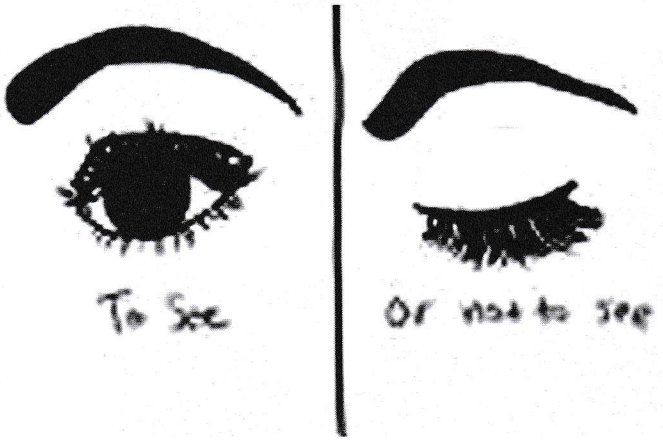

আমি গণস্বাস্থ্যের সাভার হাসপাতালে এক বছরের বেশি সময় ধরে বসছি এবং চিকিৎসা দিচ্ছি। এক্ষেত্রে আমাকে আউটডোর ও ইনডোরের রোগী তথা ক্লায়েন্টদের দেখতে হচ্ছে। এই ক্লায়েন্ট-দের এক উল্লেখযোগ্য অংশ কনভারশন ডিসঅর্ডার নিয়ে আসছে। এই কনভারশন ডিসঅর্ডার-কে DSM-5 (২০১৩) Functional Neurological Symptom Disorder নামে অভিহিত করেছে। কনভারশন ডিসঅর্ডার হলো এমন এক অবস্থা যেখানে ব্যক্তি অন্ধত্ব (blindness), অবশতা (paralysis) অথবা অন্যান্য স্নায়বিক অকার্যকারিতার সম্মুখীন হয়, যা চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রচলিত পরীক্ষাগুলোর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায় না।

বৈকল্যের কারণ

সাধারণভাবে বলা হয়, নানা রকম মানসিক দ্বন্দ্বের কারণে কনভারশন ডিসঅর্ডার হয়। বৈকল্যের উপসর্গগুলো সাধারণতঃ কোন মানসিক চাপের ভিতর দিয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ শুরু হয়। যারা অনেক দিন ধরে অসুস্থ অথবা মানসিক সমস্যায় ভুগছেন (যেমন খাপ খাওয়ানোর সমস্যা, উদ্বিগ্নতার সমস্যা বা ব্যক্তিত্ববৈকল্য) তাদের এই বৈকল্য হওয়ার আশঙ্কা থাকে। যারা কনভারশন ডিসঅর্ডার-এ ভুগছেন ডাক্তাররা অনেক সময় তাদের নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেও কোন ডায়াগনোসিস করতে না পেরে বিরক্ত হয়ে বলেন, তাদের মাথায় সমস্যা আছে। এতে রোগীর সমস্যা আরো বেড়ে যায় এবং তা নিয়ন্ত্রণ করাটা আরো সময়সাপেক্ষ হয়ে পড়ে।

আমাদের সমাজে মেয়েদেরকে শৈশব থেকেই রাগ, ক্ষোভ, কষ্ট প্রকাশ না করতে শেখানো হয়। তাদের ওপর যত শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হোক না কেন, সবকিছু সহ্য করতে, মেনে নিতে শেখানো হয়। এভাবে মাসের পর মাস ও বছরের পর বছর চলার পর, তাদের এই চাপ ও দ্বন্দ্বগুলি শরীরে প্রতিস্থাপিত হয় স্নায়বিক বৈকল্য হিসেবে। যেমন, এক মহিলার ওপর তার শ্বশুর বাড়ির লোকজন, বিশেষ করে স্বামী, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করতো। এখন সে প্রায়ই অজ্ঞান হয়ে যায়, তার খিঁচুনির মতো হয়, হাত-পা অবশ হয়ে যায়, সে চলাফেরা করতে পারে না। এজন্য তাকে কিছু দিন পর পর হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। হাসপাতালে ২-৩ দিন থেকে বাড়ি ফিরে যায়। দু-এক মাস পর আবার একই অবস্থা হয়।

লক্ষণ

কনভারশন ডিসঅর্ডার-এর ফলে শরীরের এক বা একাধিক অঙ্গ কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, যেমন –

- অন্ধত্ব (সাময়িক)
- কথা বলার ক্ষমতা লোপ পাওয়া (সাময়িক)
- অবশতা (যে কোন অঙ্গে)

এই বৈকল্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো –

- উপসর্গগুলো হঠাৎ শুরু হয়
- শারীরিক উপসর্গগুলো দেখা দেওয়ার পর ব্যক্তির মানসিক সমস্যা আগের চেয়ে কমে
- তীব্র উপসর্গের প্রতিও ব্যক্তি থাকে উদাসীন

শারীরিক চিকিৎসকরা সাধারণতঃ রোগ নির্ণয় করার জন্য নানা রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পরামর্শ দেন। কিন্তু, পরীক্ষা করার পর দেখা যায়, ব্যক্তির অসুস্থ হওয়ার মতো কোন শারীরিক সমস্যা নেই।

চিকিৎসা

হাসপাতালে ভর্তি হলে, মনোচিকিৎসক (psychiatrist) রোগীকে উদ্বেগ কমানো ও ঘুমানোর ঔষধ দিয়ে থাকেন। পরে, যখন তার শারীরিক সমস্যার লক্ষণগুলো কমে আসে তখন তাকে মনোবিজ্ঞানীর কাছে পাঠাতে হবে, যাতে সাইকোথেরাপির মাধ্যমে তার চিকিৎসা করা যায়। সাইকোথেরাপি দেওয়ার সময় সাপোর্টিভ থেরাপি ও মোটিভেশনাল কাউন্সেলিং দেওয়া হলে রোগীর মানসিক চাপ ও দ্বন্দ্ব অনেকখানি কমে আসবে এবং তার মধ্যে সুস্থ ও সুন্দর জীবনে ফিরে যাওয়ার আশার সঞ্চার হবে। পরবর্তীতে stress management training-এর দ্বারা তাকে চাপ সৃষ্টিকারী পরিস্থিতি ও পরিবেশের সাথে কীভাবে মানিয়ে চলতে হয় তা শেখাতে হবে।

অনেক রোগীর ক্ষেত্রে দেখা যায়, কয়েক মাস পরেও শরীরে অবশতা রয়ে গেছে। তখন তাকে physiotherapy দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

সাদিয়া শারমিন উর্মি
সিনিয়র লেকচারার এবং ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট
গণ বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা